সংবাদ

রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষ

● পুলিশের এসআইসহ আহত ৬ : ছাত্রদল কর্মী গ্রেফতার

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে পুলিশের ২ এসআইসহ ৬ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ এ সময় ছাত্রদলের এক কর্মীকে গ্রেফতার করেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার লালমনিরহাট সফর উপলক্ষে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা প্রধান ফটকের সামনে পার্কের মোড়ে পথসভার প্রস্তুতি নেয়। এরই প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। এ সময় ছাত্রদলের সঙ্গে ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর মোরশেদুল ইসলাম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি শান্ত করেন। এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সকাল থেকে ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্লাস থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বের করে দেয়। তারা ক্লাস বর্জন করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানান। ফলে দুপুর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের খেলার মাঠে থাকা গণিত বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র সিদ্দিককে একা পেয়ে বেধড়ক মারপিট করে ছাত্রলীগের

রোকেয়া : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

রোকেয়া : বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কর্মীরা। এ খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রদলের কর্মীরা ক্যাম্পাসে ছুটে আসে এবং উভয়পক্ষ মুখোমুখি অবস্থান নেয়। ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে ছাত্রদল সংগঠিত হয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এ সময় ছাত্রলীগেরও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল চলছিল। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রদল কর্মীরা পুলিশ ও ছাত্রলীগের উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে সেখানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এরপর বেলা ১১টা থেকে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয় এবং সংঘর্ষ বাধে। এ সময় সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই হারুন, ওয়াহেদসহ কমপক্ষে ৬ জন আহত হয়। পুলিশ এ সময় সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ছাত্রদল কর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ৩য় বর্ষের ছাত্র তাজিবুলকে গ্রেফতার করে। আহত ছাত্রদল কর্মী সিদ্দিক জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের শিশির, রুবেল ও রনির নেতৃত্বে তার উপর হামলা করা হয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। অন্যদিকে সংঘর্ষের ঘটনার পর পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের বেসরকারি সৈকত ছাত্রাবাস, বেলী ম্যানশন, মাহাবুব ছাত্রাবাস, রইচ জোবেদা ছাত্রাবাসে তল্লাশি চালায়। তবে কাউকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ পরস্পরকে দায়ী করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতা হযরত বেলালের অভিযোগ, বিনা উস্কানিতে ছাত্রলীগ তাদের সংগঠনের নেতার উপর হামলা করেছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের শিশির এ ঘটনার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করে বলেন, আগের দিন ছাত্রদল তাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে বিনা কারণে ধাওয়া করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুল জলিল মিয়া জানান, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সোমবারের ঘটনার জের ধরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। কোতোয়ালি থানার ওসি আলতাফ হোসেন জানান, ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।